৯ম জাতীয় টিকা দিবস

৮ এপ্রিল ২০০১ ও ১৩ মে ২০০১

০-৫ বছরের সকল শিশুকে এই দুই দিন ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ান
দ্বিতীয় রাউন্ডে (১৩ মে) ১-৫ বছরের সকল শিশুকে 'ভিটামিন- এ' ক্যাপসুল খাওয়ান

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ই পি আই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ুন
জাতীয় টিকা দিবস
NATIONAL IMMUNIZATION DAY
9TH NID
8 April & 13 May, 2001

We the CORE PVOs are committed to eradicate polio jointly with Govt. of Bangladesh :

1. We work in hard to reach and bordering areas in 48 Upajillas and part of DCC and KCC.
2. We involve the community in NIDs by different innovative ways
3. The CORE PVO staffs are engage at grass root level to organize the NIDs.
4. Our efforts are also dedicated for the improvement of routine EPI and AFP surveillance.

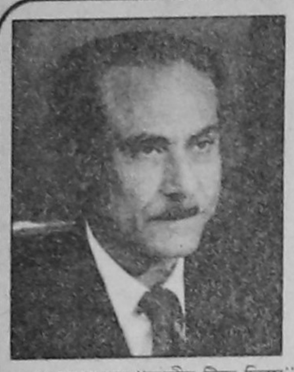

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২৫ চৈত্র ১৪০৭
০৮ এপ্রিল ২০০১

বাণী

নবম বারের মত ''জাতীয় টিকা দিবস'' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ থেকে পোলিওমাইলাইটিস রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে জাতীয় টিকা দিবস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় টিকা দিবসের এ দু'দিন দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একটি শিশুও যেন পোলিও টিকা খাওয়ানো থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমি ৯ম জাতীয় টিকা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আগামী ৮ই এপ্রিল এবং ১৩ই মে, ২০০১ পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় টিকা দিবস। পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে এই দু'দিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ই.পি.আই) টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। ই.পি.আই-এর এ সাফল্য দেশে মা ও শিশু মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে।

পোলিও রোগ নির্মূলের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় টিকা দিবস পালন করছে এবং ইতোমধ্যে আটবার সফলভাবে এ টিকা দিবস পালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ বিশাল কর্মসূচী গুটিবসন্ত নির্মূলের মত পোলিও রোগ নির্মূলেও সফলতা অর্জন করবে বলে আমি আশাবাদি।

জাতীয় টিকা দিবস সার্বিকভাবে সফল করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অপরাপর মন্ত্রণালয়, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

৯ম জাতীয় টিকা দিবসে পাঁচ বছরের কম বয়সী একটি শিশুও যেন পোলিও টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে সে লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী দিনের সম্ভাবনাময় শিশুদের পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত রেখে নিরাপদ ও সুন্দর জীবন নিশ্চিতকরণই হোক জাতীয় টিকা দিবসে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(শেখ ফজলুল করিম সেলিম)

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আগামী ৮ই এপ্রিল ২০০১ এবং ১৩ই মে ২০০১ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে ৯ম ''জাতীয় টিকা দিবস''। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জাতীয় টিকা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকা খাওয়ানোর ফলে পোলিও রোগে আক্রান্ত ও পঙ্গুত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইপিআই এর নিয়মিত টিকাদানের ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তায় বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে ছোট পরিবার গড়ে তোলার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় টিকা দিবসে পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে টিকা খাওয়ানো সম্ভব হলে পোলিও রোগের কারণে আর কোন শিশু পঙ্গু হবে না। ফলে স্বভাবতঃই ছোট পরিবার গঠনের প্রতি সকলের আগ্রহ আরো অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের পাশাপাশি অন্যান্য পর্যায়ের কর্মী যেমন-সমাজ সেবা কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সবাই মিলে ৯ম জাতীয় টিকা দিবস সফল করতে এগিয়ে আসবেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় টিকা দিবস যে সফলতা বয়ে আনবে তা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণসহ ছোট পরিবার গঠনে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

এম, তবিবুর রহমান

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION (EPI) BANGLADESH

Dr. Md. Abdul Baqi
Director, Primary Health Care & Line Director, ESP
Directorate General of Health Services

Background :

- EPI in Bangladesh officially started on 7th April 1979
- EPI Prevents 6 deadly diseases in children under one year of age; (Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus,Tuberculosis, Measles and Poliomyelitis).
- 3 doses of DPT, 4 doses of Polio & 1 each for BCG & Measles are given to children before reaching 1 year.
- Childbearing women are given 5 doses of TT to pre vent Neonatal Tetanus.

Objectives :

For infants -To reduce the occurrence of diseases & death from 6 immunizable diseases.
For Women-To prevent Neonatal and Maternal Death from Tetanus.

Target Group :

- Children under one year of age.
- Women of child-bearing age including pregnant women (15-45 years).

Basic operational strategy :

- Vaccination at the outreach centre (Total 1,20,000 outreach sites all are the country)
- Vaccination at Health facilities (Hospital, Upazilla Health Complex & Union level Health centre etc.)

Status of EPI :

- From 1979 to 1985 coverage was only 2%
- At present coverage of ''Fully Immunized Children'' under one year of age has raised to 53%. Coverage of OPV_3 is 68%.
- EPI is thought to have Prevented over 1.2 million deaths among children from all these 6 diseases (period 1987 to 1997).

Government has accepted the challenge to achieve the following 3 important public health goals with regard to EPI :

- Eradication of Poliomyelitis.
- Elimination of Neonatal Tetanus (up to 28 days after birth)
- Control of Measles.

For Eradication of Polio we have following strategies :

- High routine Oral Polio Vaccine (OPV) coverage.
- National Immunization Days (NIDs) observations, observed since 1995 from 8(eight) NIDs. Coverage of 8th NIDs is more than 90% for both among children under 5 years of age.
- Mopping up immunization.
- Surveillance of Acute Flaccid Paralysis (AFP)
  i. identification of all cases of Acute Flaccid Paralysis (AFP).
  ii. Collection of stool within 14 days of paralysis onset.
  iii. Follow up of reported AFP cases after 60 days.

* 9th NIDs will be observed this year in 8th April & 13th May 2001

Why National Immunization Days to be observed?

As level of routine immunization coverage increase, the circulation of wild Poliovirus is reduced but does not stop altogether. When the goal is to eradicate rather than control the disease, a more aggressive strategy is needed. WHO adopted a polio eradication strategy that involves mass immunization campaigns for children <5 years of ages.

What we do in NIDs?

- Usually observed in 2 rounds
- Administer OPV to each child 0 to 5 years of age
- Administer Vitamin A capsule 1 to 5 years of age in one round.

Future Need for Polio Eradication :

- To ensure a polio free world for our children and grand children all Bangladeshi people must participate in Polio Eradication Programme.
- The partners of Polio Eradication in Bangladesh are **---Govt. of Bangladesh, Govt,of Japan, Rotary international, CDC-Atlanta, UNICEF, DFID, USAID/IOCH, WHO & NGOs.**

Future plans for EPI :

- Inclusion of school immunization programme against tetanus to vaccinate all upper class school & college students.
- Introduction of Hepatitis-B-Vaccine.

In addition to strong political commitment financial and human resource support, we need strong inter-sectoral commitment and support to involve all segments of civil society to get rid at from this deadly diseases.

It is no surprise that EPI has been dubbed a ''near miracle'' in Bangladesh and one of Bangladesh's flagship Programes.

ভারপ্রাপ্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মহান অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীনে ১৯৯৫ সন থেকে দেশে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পর পর আট বার সফলভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়েছে এবং এই কার্যক্রমের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এবারের জাতীয় টিকা দিবসে যেন একটি শিশুও দেশের কোন গ্রাম বা শহরে টিকার আওতার বাইরে না থাকে তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এবং এ কাজে ব্যপৃত বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি সরকার আহবান করেছে।

আগামী ৮ই এপ্রিল ২০০১ এবং ১৩ই মে ২০০১ ৯ম জাতীয় টিকা দিবস পালিত হবে। জাতীয় টিকা দিবসের এই দুদিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দুকোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে এবং সেই সাথে দ্বিতীয় রাউন্ডে এক থেকে পাঁচ বছরের সকল শিশুকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে দেশব্যাপী এ বিশাল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এই কর্মসূচীকে সফল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবারের ৯ম জাতীয় টিকা দিবসে কাঙ্খিত সফলতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালনে বাংলাদেশ সফলকাম হবে বলে আশা করি।

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
২৫ চৈত্র ১৪০৭
০৮ এপ্রিল ২০০১

বাণী

বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষ্যে দেশে ৮ই এপ্রিল ২০০১ এবং ১৩ই মে ২০০১ নবম জাতীয় টিকা দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর আন্তরিক সহযোগিতায় এ কর্মসূচি কাঙ্খিত ফল বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যে সকল সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি নবম জাতীয় টিকা দিবসের এ দু'দিনে আমরা অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের সকল শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

আমি নবম জাতীয় টিকা দিবস উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

আগামী ৮ই এপ্রিল এবং ১৩ই মে ২০০১ দেশব্যাপী ৯ম ''জাতীয় টিকা দিবস'' পালিত হবে। পোলিও রোগ নির্মূলে জাতীয় টিকা দিবস বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশকে পোলিও রোগ নির্মূল করতে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকাদানের উচ্চহার অর্জন করার পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী পোলিও রোগ নির্মূল করতে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যথা-নিয়মিত কার্যক্রমে ওপিভি টিকাদানের অর্জিত হার কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগের উপরে হতে হবে। এর সাথে জাতীয় টিকা দিবস পালন এবং প্যারালাইসিস রোগী সনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর রোগ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, বাংলাদেশ পোলিও রোগ চিরতরে নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৯ম জাতীয় টিকা দিবসের সর্বাঙ্গীন সফলতা বয়ে আনবে।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষ্যে ৮ই এপ্রিল ২০০১ এবং ১৩ই মে ২০০১ ৯ম জাতীয় টিকা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) লক্ষ্য হলো এক বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক টিকা দেয়া। পোলিও রোগ নির্মূলে-নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। বিগত সাতটি জাতীয় টিকা দিবসগুলোতে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ উপরে। যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের ৯ম জাতীয় টিকা দিবসে দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ বিশাল সংখ্যক শিশুদের একই দিনে টিকা খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন হবে ছয় লাখ স্বেচ্ছাসেবী। এ ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র/ছাত্রী, বয়-স্কাউট, গার্ল গাইডস, আনসার, ভিডিপি, এনজিও কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসছে জাতীয় টিকা দিবসে নিজ নিজ এলাকার টিকাদান কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে সবাই হতে পারেন গর্বিত স্বেচ্ছাসেবী।

জাতীয় টিকা দিবসের সফলতার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের অকুণ্ঠ সদিচ্ছা এবং সকল স্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা।

আসুন, ৯ম জাতীয় টিকা দিবসের এই মহতী কর্মকান্ডে সাড়া দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুদের পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মানবিক দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই একাত্ম হই। গুটি বসন্ত নির্মূলের মত পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমাদের অঙ্গীকার হোক বজ্র কঠিন।

ডাঃ এ, এস, এম মশিউর রহমান

By : Courtesy CORE PVOs:
CARE BANGLADESH
PLAN INTERNATIONAL BANGLADESH
Save the Children (USA)
World Vision Bangladesh